তথ্য-ভিত্তিক উন্নয়ন-বিতর্ক প্রসারে

তথ্যপাতা

সংখ্যা ০১ :: ২০১৩

জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা

জেন্ডার বাজেট বা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট দ্বারা নারীর জন্য পৃথক বাজেট করা বোঝায় না, বরং নারী ও পুরুষের উপর বাজেটের যে পৃথক প্রভাব এবং নারী-পুরুষের চাহিদার যে ভিন্নতা, তাকে আমলে নিয়ে বাজেট বরাদ্দের বিভাজনকে বোঝায়। ব্যয়ের জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজন নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরনে বাজেটের অগ্রাধিকার নিরূপণে সহায়তা করে।

- জেন্ডার বাজেটের ইতিহাস প্রায় তিন দশকের পুরানো।
- ১৯৮৪ সালে অস্ট্রেলিয়া প্রথম 'নারী বাজেট' বা জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করে।
- পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা, উগান্ডা, তানজানীয়া, সুইজারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডসহ আফ্রিকা ও ইউরোপের বেশ কিছু দেশ জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়।

  বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৬০ টি দেশে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হয়।
- দক্ষিন এশিয় দেশগুলোর মাঝে বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারত জেন্ডার বাজেটের চল শুরু করে।

বাংলাদেশে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪০ টি মন্ত্রণালয়ের অর্থবরাদ্দের ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করে একটি 'জেন্ডার বাজেট' প্রণয়ন করা হয়েছে।

সর্বমোট ২,২২,৪৯১ কোটি টাকা ব্যয়ের যে জাতীয় বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে, তম্মধ্যে-

রাজস্ব বা অনুন্নয়ন ব্যয়	উন্নয়ন ব্যয় (এডিপি)	অন্যান্য
৬০.৪%	৩২.৫%	৭.১%

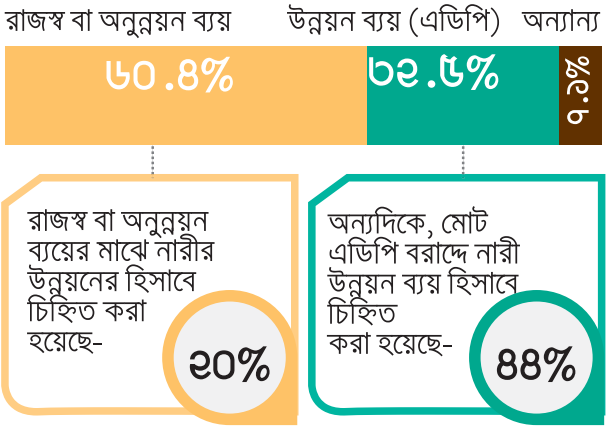

রাজস্ব বা অনুন্নয়ন ব্যয়ের মাঝে নারীর উন্নয়নের হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে- ২০%

অন্যদিকে, মোট এডিপি বরাদ্দে নারী উন্নয়ন ব্যয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে- ৪৪%

সর্বসাকুল্যে, জাতীয় বাজেটের মোট ব্যয় পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে বরাদ্দ- ২৭.৭%

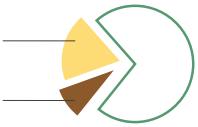

তম্মধ্যে সরাসরি নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে- ৮.৮%

এবং

পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে- ১৮.৯%

জেন্ডার বাজেটের হিসেব অনুযায়ী, চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে নারীর উন্নয়নের জন্য যে বরাদ্দ রয়েছে, তা মোট জিডিপির প্রায়- ৫.২%

মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মোট বরাদ্দে নারী উন্নয়ন বা জেন্ডার সংবেদনশীল অংশের পরিমানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাপেক্ষা বেশি জেন্ডার বরাদ্দ রেখেছে এমন ৫ টি মন্ত্রণালয় হলো-

৭১টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের **একতৃতীয়াংশেরই** জেন্ডার সংশ্লিষ্ট সরাসরি বরাদ্দ নেই।

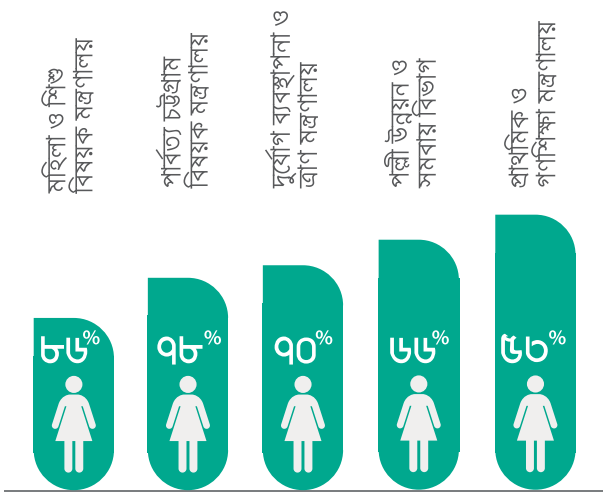

জেন্ডার বাজেটে নারী উন্নয়ন ও বৈষম্য দূরীকরনের লক্ষ্য সামনে রেখে ৪০ টি মন্ত্রণালয়কে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

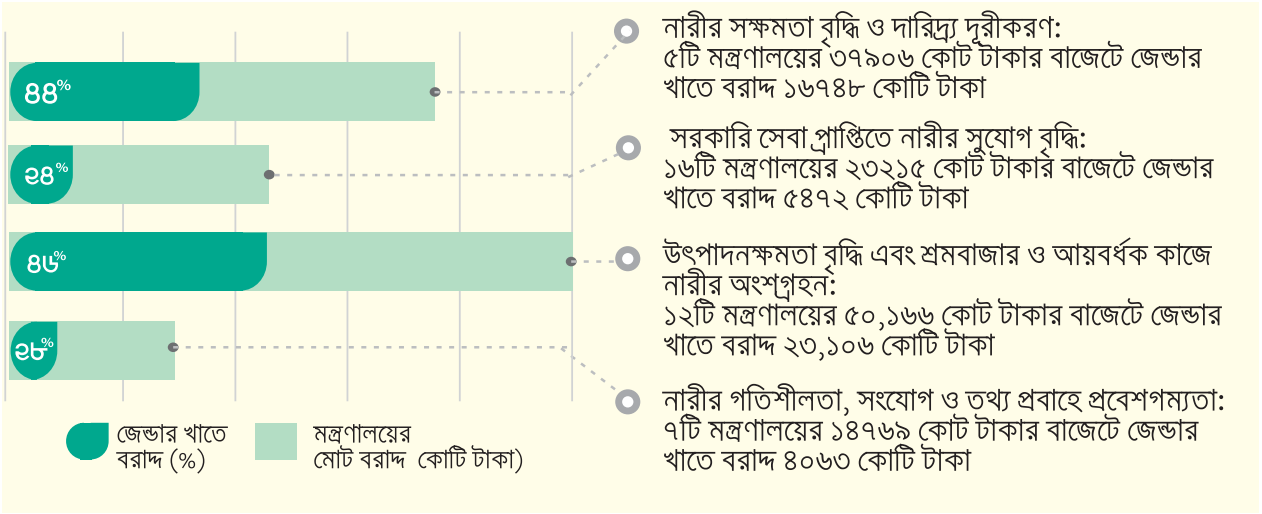

নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ:
৫টি মন্ত্রণালয়ের ৩৭৯০৬ কোট টাকার বাজেটে জেন্ডার খাতে বরাদ্দ ১৬৭৪৮ কোটি টাকা

সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি:
১৬টি মন্ত্রণালয়ের ২৩২১৫ কোট টাকার বাজেটে জেন্ডার খাতে বরাদ্দ ৫৪৭২ কোটি টাকা

উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অংশগ্রহন:
১২টি মন্ত্রণালয়ের ৫০,১৬৬ কোট টাকার বাজেটে জেন্ডার খাতে বরাদ্দ ২৩,১০৬ কোটি টাকা

নারীর গতিশীলতা, সংযোগ ও তথ্য প্রবাহে প্রবেশগম্যতা:
৭টি মন্ত্রণালয়ের ১৪৭৬৯ কোট টাকার বাজেটে জেন্ডার খাতে বরাদ্দ ৪০৬৩ কোটি টাকা

বিগত ৮টি বছরের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জেন্ডার খাতে গড়ে ২৬.৬ শতাংশ হারে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে প্রায় ৯ শতাংশ, আর পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে ১৭ শতাংশ-

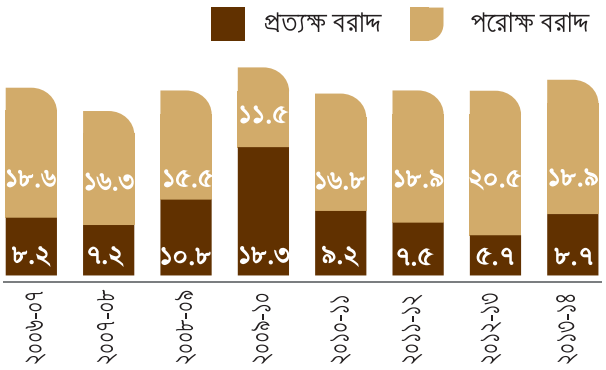

বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটের বিরোধ্য

দেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার মাত্র ৩৬%, যা পুরুষের তুলনায় অনেক কম-

৩৬%

৮২%

৪.১%

৬.৮%

নারীর বেকারত্বের হারও পুরুষের তুলনায় বেশি-

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের (২০১৩) জেন্ডার অসমতা সূচকে বাংলাদেশ অবস্থান ১১১ তম

বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ সূচকে (২০১২) বাংলাদেশের অবস্থান ৮৬ তম

নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য রোধ: বাজেট বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

- জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত নজরদারি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে|
- উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের গুনগত দিকটি নিশ্চিত করতে শিল্প (বিশেষত রপ্তানিমূখী পোশাকশিল্প) এবং কৃষি খাতে নিয়োজিত নারী কর্মীদের জন্য সুস্থ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে নারীর পৃথক চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে|
- জেন্ডার বাজেটের বরাদ্দের হিসাব এবং নারীর উপর তার প্রভাবের অনুমান আরো বাস্তবসম্মত করতে হবে| যেমন- মন্ত্রণালয়ের লোকবলের ২০ শতাংশ নারী হলেই বেতন খাতে ব্যয়ের ২০ শতাংশ নারী পায় বলে জেন্ডার বাজেটে অনুমান করা হয়, যা ঠিক নয়| কারন, উচ্চ-বেতনের পদসমুহে এখনও পুরুষের আধিপত্যই বেশী|
- গতানুগতিক বাজেট বরাদ্দের পর নারীর উন্নয়নের অনুমান নির্ভর হিসাব প্রনয়নের মাধ্যমে যদি জেন্ডার বাজেট হয়, তাহলে এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে| বরং নারী-পুরুষের পৃথক চাহিদা বিবেচনায় এনে অর্থ বরাদ্দ ও প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন করতে হবে|
- বাজেট প্রণয়নের সময় নারীর পৃথক চাহিদা বিবেচনায় আনতে বাজেট প্রণয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে|

তথ্যের জন্য যোগাযোগ- আই.আই.ডি > ইমেইল- email@iid.org.bd :: ওয়েবসাইট- www.iid.org.bd :: ফোন- (৮৮০২) ৯১০১০১৬

সহায়তায়

প্রকল্প সহযোগী

গবেষণা/বাস্তবায়ন

Disclaimer: This Info-Page has been developed by IID-Dnet under Promoting Democratic Institutions and Practices (PRODIP) program funded by USAID and UKaid and implemented by The Asia Foundation. The information provided on this Info-Page is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of USAID or the U.S. Government.